ঊনবিংশতি অধ্যায়

দাবানল গ্রাস

শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে গাভী ও গোপবালকদের মুঞ্জারণ্যের দাবানল থেকে রক্ষা করেছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

একদিন গোপবালকেরা ক্রীড়ামগ্ন হলে গাভীরা বিচরণ করতে করতে এক গভীর বনে প্রবেশ করেছিল। সহসা দাবানল জ্বলে উঠল এবং তার আগুন থেকে বাঁচবার জন্য গাভীরা একটি বেতকুঞ্জে আশ্রয় নিল। গোপবালকেরা তাঁদের পশুদের দেখতে না পেয়ে, তাদের খুরের ছাপ, দন্ত দ্বারা ছিন্ন তৃণ ও অন্যান্য বৃক্ষ-লতাদি অনুসরণ করে তাদের খুঁজতে বের হলেন। অবশেষে বালকেরা গাভীদের খুঁজে পেয়ে বেত বন থেকে তাদের বের করে আনলেন। কিন্তু ততক্ষণে বালক ও গাভী উভয়কেই আশঙ্কিত করে দাবানল ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। তখন গোপবালকেরা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলে, তিনি তাঁদের চোখ বন্ধ করতে বললেন। তাঁরা তাই করলে, মুহূর্তের মধ্যে তিনি সেই ভয়ানক দাবানলকে গ্রাস করলেন এবং তাঁদের সকলকে আগের অধ্যায়ে উল্লিখিত ভাণ্ডীর বৃক্ষের নিকট ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। তাঁর যোগশক্তির এই আশ্চর্যজনক প্রদর্শন প্রত্যক্ষ করে, গোপবালকেরা ভাবলেন কৃষ্ণ নিশ্চয়ই একজন দেবতা এবং তাঁরা তাঁর স্তুতি করতে শুরু করলেন। তার পর তাঁরা সকলে গৃহে ফিরে এলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ক্রীড়াসক্তেষু গোপেষু তদ্‌গাবো দূরচারিণীঃ ।
স্বৈরং চরন্ত্যো বিবিশুস্তৃণলোভেন গহ্বরম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ক্রীড়া**—তাঁদের ক্রীড়ায়; **আসক্তেষু**—যখন তাঁরা সম্পূর্ণভাবে মগ্ন ছিলেন; **গোপেষু**—গোপবালকেরা; **তৎ-গাবঃ**—তাঁদের গাভীগুলি; **দূর-চারিণীঃ**—দূরে বিচরণশীল; **স্বৈরম্**—স্বাধীনভাবে; **চরন্ত্যঃ**—বিচরণ করে; **বিবিশুঃ**—তারা প্রবেশ করল; **তৃণ**—তৃণের জন্য; **লোভেন**—লোভবশত; **গহ্বরম্**—একটি গভীর বনে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—গোপবালকেরা যখন সম্পূর্ণরূপে তাঁদের ক্রীড়ায় নিমগ্ন ছিলেন, তাঁদের গাভীরা অনেক দূরে বিচরণ করছিল। তারা আরও তৃণের

জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের নজরে রাখার কেউ না থাকায় তারা এক গভীর বনে প্রবেশ করল।

শ্লোক ২

অজা গাবো মহিষ্যশ্চ নির্বিশন্ত্যো বনাদ্ বনম্ ।
ঈষীকাটবীং নির্বিবিশুঃ ক্রন্দন্ত্যো দাবতর্ষিতাঃ ॥ ২ ॥

অজাঃ—ছাগল; গাবঃ—গাভী; মহিষ্যঃ—মহিষ; চ—এবং; নির্বিশন্ত্যঃ—প্রবেশ করে; বনাৎ—এক বন থেকে; বনম্—আর এক বনে; ঈষীকাটবীম্—একটি বেত বনে; নির্বিবিশুঃ—তারা প্রবেশ করল; ক্রন্দন্ত্যঃ—ক্রন্দন করে; দাব—দাবানলের জন্য; তর্ষিতাঃ—তৃষ্ণার্ত।

অনুবাদ

গভীর বনের এক অংশ থেকে আর এক অংশে বিচরণ করতে করতে ছাগল, গাভী ও মহিষেরা তীক্ষ্ণ বেতের দ্বারা অধিক বেড়ে ওঠা একটি অঞ্চলে প্রবেশ করল। নিকটবর্তী দাবানলের তাপ তাদের তৃষ্ণার্ত করে তুলল এবং তারা কাতর হয়ে ক্রন্দন করতে লাগল।

শ্লোক ৩

তেঽপশ্যন্তঃ পশূন্ গোপাঃ কৃষ্ণরামাদয়স্তদা ।
জাতানুতাপা ন বিদুর্বিচিন্বন্তো গবাং গতিম্ ॥ ৩ ॥

তে—তারা; অপশ্যন্তঃ—দেখতে না পেয়ে; পশূন্—পশুদের; গোপাঃ—গোপবালকেরা; কৃষ্ণ-রাম-আদয়ঃ—কৃষ্ণ ও রামের নেতৃত্বে; তদা—তখন; জাত-অনুতাপাঃ—অনুতপ্ত হয়ে; ন বিদুঃ—তাঁরা জানত না; বিচিন্বন্তঃ—অন্বেষণ করে; গবাম্—গাভীদের; গতিম্—পথ।

অনুবাদ

কৃষ্ণ, রাম ও তাঁদের গোপসখারা সহসা তাঁদের সম্মুখে গাভীদের দেখতে না পেয়ে, তাদের উপেক্ষা করার জন্য অনুতপ্ত বোধ করলেন। বালকেরা চারদিকে অন্বেষণ করলেন, কিন্তু তারা কোথায় গিয়েছে তার সন্ধান তাঁরা পেলেন না।

শ্লোক ৪

তৃণৈস্তৎখুরদচ্ছিন্নৈর্গোষ্পদৈরঙ্কিতৈর্গবাম্ ।
মার্গমন্বগমন্ সর্বে নষ্টাজীব্যা বিচেতসঃ ॥ ৪ ॥

তৃণৈঃ—তৃণের দ্বারা; **তৎ**—সেই সমস্ত গাভীদের; **ক্ষুর**—খুর; **দৎ**—এবং দন্তের দ্বারা; **ছিন্নৈঃ**—ছিন্ন; **গোঃ-পদৈঃ**—ক্ষুরের ছাপের দ্বারা; **অঙ্কিতৈঃ**—(ভূমিতে) চিহ্নিত স্থানের দ্বারা; **গবাম্**—গাভীদের; **মার্গম্**—পথ; **অন্বগমন্**—তাঁরা অনুসরণ করলেন; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **নষ্ট-আজীব্যাঃ**—তাঁদের জীবিকা নষ্ট হওয়ার; **বিচেতসঃ**—উদ্বেগে।

অনুবাদ

তখন বালকেরা গাভীদের পায়ের খুরের ছাপ এবং তাদের খুর ও দন্ত দ্বারা ছিন্ন তৃণ লক্ষ্য করে গাভীদের পথ খুঁজে বের করতে শুরু করলেন। সমস্ত গোপবালকেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন কারণ তাঁদের জীবিকার উৎস তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন।

শ্লোক ৫

মুঞ্জাটব্যাং ভ্রষ্টমার্গং ক্রন্দমানং স্বগোধনম্ ।
সম্প্রাপ্য তৃষিতাঃ শ্রান্তাস্ততস্তে সংন্যবর্তয়ন্ ॥ ৫ ॥

মুঞ্জা-অটব্যাম্—মুঞ্জা অরণ্যে; **ভ্রষ্ট-মার্গম্**—যারা তাদের পথ হারিয়েছে; **ক্রন্দমানম্**—ক্রন্দনরত; **স্ব**—তাঁদের নিজেদের; **গো-ধনম্**—গাভীদের (এবং অন্যান্য পশুদের); **সম্প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **তৃষিতাঃ**—যাঁরা ছিল তৃষ্ণার্ত; **শ্রান্তাঃ**—এবং পরিশ্রান্ত; **ততঃ**—তখন; **তে**—তাঁরা, গোপবালকেরা; **সংন্যবর্তয়ন্**—তাদের সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে চললেন।

অনুবাদ

মুঞ্জা অরণ্যের মধ্যে অবশেষে গোপবালকেরা তাঁদের মূল্যবান গাভীদের খুঁজে পেলেন, যারা তাদের পথ হারিয়ে ক্রন্দন করছিল। তারপর তৃষ্ণার্ত ও পরিশ্রান্ত বালকেরা গৃহে ফেরার পথের দিকে গাভীদের চারণা করলেন।

শ্লোক ৬

তা আহূতা ভগবতা মেঘগম্ভীরয়া গিরা ।
স্বনাম্নাং নিনদং শ্রুত্বা প্রতিনেদুঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥ ৬ ॥

তাঃ—তারা; **আহূতাঃ**—আহূত; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **মেঘ-গম্ভীরয়া**—মেঘের মতো গম্ভীর; **গিরা**—তাঁর কণ্ঠস্বরের দ্বারা; **স্ব-নাম্নাম্**—তাদের নিজ নিজ নামের; **নিনদম্**—শব্দ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **প্রতিনেদুঃ**—তারা উত্তর দিয়েছিল; **প্রহর্ষিতাঃ**—অত্যধিক আনন্দিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান জলদগম্ভীর স্বরে পশুদের আহ্বান করলেন। তাদের নিজ নিজ নামের শব্দ শ্রবণ করে, গাভীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উত্তর করে ভগবানকে সাড়া দিয়েছিল।

শ্লোক ৭

ততঃ সমন্তাদ্দবধূমকেতু-
র্যদৃচ্ছয়াভূৎ ক্ষয়কৃদ্ বনৌকসাম্ ।
সমীরিতঃ সারথিনোল্বণোল্মুকৈর্
বিলেলিহানঃ স্থিরজঙ্গমান্মহান্ ॥ ৭ ॥

ততঃ—তার পর; **সমন্তাৎ**—চতুর্দিকে; **দব-ধূমকেতুঃ**—এক ভয়ানক দাবানল; **যদৃচ্ছয়া**—সহসা; **অভূৎ**—আবির্ভূত হল; **ক্ষয়-কৃৎ**—বিনাশের ভীতি প্রদর্শন করে; **বনৌকসাম্**—বনে উপস্থিত সকলের জন্য; **সমীরিতঃ**—চালিত; **সারথিনা**—সারথি বায়ুর দ্বারা; **উল্বণ**—ভয়ানক; **উল্মুকৈঃ**—উল্কার মতো অগ্নিকণা; **বিলেলিহানঃ**—শিখা বিস্তার করে; **স্থিরজঙ্গমান্**—সকল স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদেরকে; **মহান্**—প্রবল।

অনুবাদ

বনের সকল প্রাণীদের বিনাশের ইঙ্গিত দিয়ে সহসা এক প্রবল দাবানল চতুর্দিক থেকে প্রাদুর্ভূত হল। সারথির ন্যায় বায়ু অগ্নিকে বেগে চালিত করছিল এবং ভয়াল অগ্নিকণা চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। বাস্তবিকপক্ষে, সকল স্থাবর ও জঙ্গম জীবের দিকে প্রচণ্ড অগ্নি তার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করেছিল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ, বলরাম ও গোপবালকেরা যখন তাঁদের গাভীদের নিয়ে গৃহে ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছিল, ঠিক তখনই পূর্বে উল্লিখিত দাবানল নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বিস্তার লাভ করে তাঁদের সকলকে বেষ্টন করেছিল।

শ্লোক ৮

তমাপতন্তং পরিতো দবাগ্নিং
গোপাশ্চ গাবঃ প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ ।
ঊচুশ্চ কৃষ্ণং সবলং প্রপন্না
যথা হরিং মৃত্যুভয়ার্দিতা জনাঃ ॥ ৮ ॥

তম্—সেই; **আপতন্তম্**—তাঁদের প্রতি নিবদ্ধ করে; **পরিতঃ**—চতুর্দিকে, **দব-অগ্নিম্**—দাবানল; **গোপাঃ**—গোপবালকেরা; **চ**—এবং; **গাবঃ**—গাভীরা; **প্রসমীক্ষ্য**—মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করে; **ভীতাঃ**—ভীত; **ঊচুঃ**—তাঁরা বললেন; **চ**—এবং; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **স-বলম্**—এবং শ্রীবলরামের; **প্রপন্নাঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **যথা**—যেমন; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মৃত্যু**—মৃত্যুর; **ভয়**—ভয়ে; **অর্দিতাঃ**—কাতর; **জনাঃ**—মানুষেরা।

অনুবাদ

যেই মাত্র গাভী ও গোপবালকেরা চতুর্দিক থেকে আক্রমণে উদ্যত দাবানল স্থির দৃষ্টিতে দর্শন করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁরা ভীতগ্রস্ত হলেন। মৃত্যুর ভয়ে কাতর মানুষেরা যেমন পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়, তেমনই বালকেরা তখন আশ্রয়ের জন্য কৃষ্ণ ও বলরামের সমীপবর্তী হলেন। তখন বালকেরা তাঁদের এভাবে সম্বোধন করে বললেন।

শ্লোক ৯

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর হে রামামোঘবিক্রম ।
দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাংস্ত্রাতুমর্হথঃ ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ; **মহাবীর**—হে মহাবীর; **হে রাম**—হে রাম; **অমোঘ-বিক্রম**—যাদের পরাক্রম কখনও ব্যর্থ হয় না সেই তোমরা; **দাব-অগ্নিনা**—দাবানল দ্বারা; **দহ্যমানান্**—যারা দগ্ধ হচ্ছে; **প্রপন্নান্**—যারা শরণাগত; **ত্রাতুম্ অর্হথঃ**—দয়া করে রক্ষা কর।

অনুবাদ

[গোপবালকেরা বললেন—] হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবীর! হে রাম! অমোঘ বিক্রম! যারা এই দাবানলে দগ্ধ হতে চলেছে এবং তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করতে এসেছে, দয়া করে তোমরা সেই সমস্ত ভক্তদের রক্ষা কর।

শ্লোক ১০

নূনং ত্বদ্বান্ধবাঃ কৃষ্ণ ন চার্হন্ত্যবসাদিতুম্ ।
বয়ং হি সর্বধর্মজ্ঞ তন্নাথাস্ত্বৎপরায়ণাঃ ॥ ১০ ॥

নূনম্—অবশ্যই; **ত্বৎ**—তোমার; **বান্ধবাঃ**—বন্ধুদের; **কৃষ্ণ**—আমাদের প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ; **ন**—কখনই নয়; **চ**—এবং; **অর্হন্তি**—যোগ্য; **অবসাদিতুম্**—বিনাশ প্রাপ্ত হবার; **বয়ম্**—আমরা; **হি**—আরও; **সর্ব-ধর্মজ্ঞ**—হে সর্ব ধর্মজ্ঞ; **ত্বৎ-নাথাঃ**—তুমিই আমাদের প্রভু; **ত্বৎ-পরায়ণাঃ**—তোমাতেই নিবেদিত।

অনুবাদ

কৃষ্ণ! তোমার নিজের সখাদের অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া উচিত নয়। হে সর্ব ধর্মজ্ঞ, আমরা তোমাকে আমাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছি এবং আমরা তোমার প্রতি আত্ম-সমর্পিত!

শ্লোক ১১

শ্রীশুক উবাচ

বচো নিশম্য কৃপণং বন্ধূনাং ভগবান্ হরিঃ ।
নিমীলয়ত মা ভৈষ্ট লোচনানীত্যভাষত ॥ ১১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; বচঃ—বাক্য; নিশম্য—শ্রবণ করে; কৃপণম্—করুণ; বন্ধূনাম্—তাঁর সখাদের; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; হরিঃ—হরি; নিমীলয়ত—কেবল বন্ধ কর; মা ভৈষ্ট—ভীত হবে না; লোচনানি—তোমাদের নেত্রদ্বয়; ইতি—এভাবে; অভাষত—তিনি বললেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁর সখাদের কাছ থেকে এরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বললেন, "কেবল তোমাদের চোখ দুটি বন্ধ কর এবং ভয় পেয়ো না।"

তাৎপর্য

কৃষ্ণ ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের মধ্যে সরল, বিনীত সম্পর্কটি এই শ্লোকে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে। পরমতত্ত্ব, পরম শক্তিমান ভগবান প্রকৃতপক্ষে একজন অল্পবয়স্ক, কৃষ্ণ নামক আনন্দময় গোপবালক। ভগবান যৌবন-সম্পন্ন আর তাঁর মানসিকতা ক্রীড়াসুলভ। যখন তিনি তাঁর অতি প্রিয় বন্ধুদের দাবানলের ভয়ে অত্যন্ত ভীতগ্রস্ত দেখলেন, তখন তিনি কেবলমাত্র তাঁদের ভয় না পেয়ে তাঁদের চোখ বন্ধ করতে বললেন। তার পর শ্রীকৃষ্ণ যা করলেন তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণম্ ।
পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদ্‌যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ ॥ ১২ ॥

তথা—তাই হোক; ইতি—এভাবেই বলে; মীলিত—বন্ধ করলেন; অক্ষেষু—তাঁদের নেত্রদ্বয়; ভগবান্—ভগবান; অগ্নিম্—অগ্নিকে; উল্বণম্—ভয়ঙ্কর; পীত্বা—পান করে;

মুখেন—তাঁর মুখ দিয়ে; **তান্**—তাঁদের; **কৃচ্ছ্রাৎ**—সঙ্কট থেকে; **যোগ-অধীশঃ**—সমস্ত যোগশক্তির পরম নিয়ন্ত্রণকারী; **ব্যমোচয়ৎ**—উদ্ধার করলেন।

অনুবাদ

'তাই হোক' উত্তর দিয়ে বালকেরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের নেত্রদ্বয় মুদিত করলেন। তখন সমস্ত যোগশক্তির অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মুখ দিয়ে ভয়ঙ্কর অগ্নিকে পান করে সঙ্কট থেকে তাঁর সখাদের রক্ষা করলেন।

তাৎপর্য

গোপবালকেরা অত্যন্ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে কষ্টভোগ করছিলেন এবং সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর দাবানল যেন তাঁদের গ্রাস করতে আসছিল। এখানে *কৃচ্ছ্রাৎ* শব্দটির দ্বারা এই সমস্ত কিছুকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

ততশ্চ তেঽক্ষীণ্যুন্মীল্য পুনর্ভাণ্ডীরমাপিতাঃ ।
নিশম্য বিস্মিতা আসন্নাত্মানং গাশ্চ মোচিতাঃ ॥ ১৩ ॥

ততঃ—তার পর; **চ**—এবং; **তে**—তাঁরা; **অক্ষীণি**—তাঁদের নেত্র যুগল; **উন্মীল্য**—উন্মীলন করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **ভাণ্ডীরম্**—ভাণ্ডীর; **আপিতাঃ**—আনীত হলেন; **নিশম্য**—দেখে; **বিস্মিতাঃ**—বিস্মিত; **আসন্**—তাঁরা হলেন; **আত্মানম্**—নিজেদের; **গাঃ**—গাভীদের; **চ**—ও; **মোচিতাঃ**—রক্ষিত।

অনুবাদ

গোপবালকেরা তাঁদের চক্ষু উন্মীলিত করে এবং বিস্মিত হয়ে দেখলেন, তাঁরা ও গাভীরা যে শুধু ভয়ঙ্কর দাবানল থেকেই রক্ষা পেয়েছেন তাই নয়, তাঁদের সকলকেই পুনরায় সেই ভাণ্ডীর বৃক্ষের নিকট নিয়ে আসা হয়েছে।

শ্লোক ১৪

কৃষ্ণস্য যোগবীর্যং তদ্ যোগমায়ানুভাবিতম্ ।
দাবাগ্নেরাত্মনঃ ক্ষেমং বীক্ষ্য তে মেনিরেঽমরম্ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণস্য—শ্রীকৃষ্ণের; **যোগ-বীর্যম্**—যোগশক্তি; **তৎ**—সেই; **যোগ-মায়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা; **অনুভাবিতম্**—সম্পাদিত; **দাব-অগ্নেঃ**—দাবানল থেকে; **আত্মনঃ**—নিজেদের; **ক্ষেমম্**—উদ্ধার; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **তে**—তাঁরা; **মেনিরে**—ভাবলেন; **অমরম্**—একজন দেবতা।

অনুবাদ

গোপবালকেরা যখন দেখলেন যে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রকাশিত তাঁর যোগশক্তির দ্বারা তাঁরা দাবানল থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তাঁরা মনে করতে লাগলেন যে, কৃষ্ণ অবশ্যই একজন দেবতা।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনের গোপবালকেরা কৃষ্ণকে তাঁদের একমাত্র সখা ও ভক্তির বিষয়রূপেই কেবল ভালবাসতেন। তাঁদের এই ভাব বর্ধিত করার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ তাঁদের তাঁর যোগশক্তি প্রদর্শন করে ভয়ঙ্কর দাবানল থেকে তাঁদের রক্ষা করেছিলেন।

গোপবালকেরা কখনই কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের প্রেমময়ী সখ্যভাব পরিত্যাগ করেন না। তাই, কৃষ্ণকে ভগবান বিবেচনা করার চেয়ে, তাঁর অদ্ভুত শক্তি দর্শন করে তাঁরা ভেবেছিলেন যে, সম্ভবত তিনি একজন দেবতা। কিন্তু যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁদের প্রিয়তম সখা, তাই তাঁরাও তাঁর সমান স্তরেই ছিলেন, আর এভাবেই তাঁরা ভেবেছিলেন যে, তাঁরা নিজেরাও নিশ্চয়ই দেবতা। এভাবেই কৃষ্ণের গোপবালক সখারা ভাবে অভিভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

গাঃ সন্নিবর্ত্য সায়াহ্নে সহরামো জনার্দনঃ ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদ্ গোপৈরভিষ্টুতঃ ॥ ১৫ ॥

গাঃ—গাভীরা; **সন্নিবর্ত্য**—প্রত্যাবর্তন করে; **সায়-অহ্নে**—সায়াহ্নে; **সহ-রামঃ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে; **জনার্দনঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **বেণুম্**—তাঁর বাঁশি; **বিরণয়ন্**—বিশেষভাবে বাজাতে বাজাতে; **গোষ্ঠম্**—গোপদের গ্রামে; **অগাৎ**—গমন করলেন; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **অভিষ্টুতঃ**—স্তূয়মান হয়ে।

অনুবাদ

সায়াহ্নে বলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গাভীদের নিয়ে গৃহের দিকে ফিরে চললেন। তাঁর বাঁশিটি বিশেষভাবে বাজাতে বাজাতে, কৃষ্ণ তাঁর মহিমা কীর্তনকারী গোপসখাদের সঙ্গে গোষ্ঠে ফিরে এলেন।

শ্লোক ১৬

গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্ গোবিন্দদর্শনে ।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ ॥

গোপীনাম্—যুবতী গোপবালিকাদের; **পরম-আনন্দঃ**—সর্বোত্তম আনন্দ; **আসীৎ**—জাগরিত হয়েছিল; **গোবিন্দ-দর্শনে**—গোবিন্দকে দেখে; **ক্ষণম্**—একটি মুহূর্ত; **যুগ-শতম্**—শত যুগ; **ইব**—ঠিক যেন; **যাসাম্**—যাঁদের নিকট; **যেন**—যাঁকে (কৃষ্ণকে); **বিনা**—ব্যতীত; **অভবৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

যেহেতু গোপীদের নিকট গোবিন্দের সঙ্গ ব্যতীত ক্ষণকালও শত যুগের মতো মনে হত, তাই তাঁকে গৃহে আসতে দেখে যুবতী গোপীগণ পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

জ্বলন্ত দাবানল থেকে গোপবালকদের রক্ষা করার পর, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্বলন্ত বিরহের অগ্নি থেকে গোপীদের রক্ষা করলেন। শ্রীমতী রাধারাণী প্রমুখ গোপীগণের কৃষ্ণের প্রতি পরম প্রেম হেতু তাঁর একটি মুহূর্তের বিরহও তাঁদের কাছে লক্ষ লক্ষ বছর বলে মনে হত। গোপীগণ ভগবানের সর্বোত্তম ভক্ত এবং কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ এই গ্রন্থে পরে বর্ণনা করা হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'দাবানল গ্রাস' নামক ঊনবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।